জাবিতে ধর্মঘট চলছেই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যক্রম বন্ধ

জাবি প্রতিনিধি
৪ নভেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৪ নভেম্বর ২০১৯ ০০:৩৪

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের অপসারণের দাবিতে সর্বাত্মক ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে। গতকাল রবিবার আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি প্রশাসনিক ভবনের পাশাপশি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ অফিস অবরুদ্ধ করেন। এতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় অবরুদ্ধ করায় কোনো বিভাগই পূর্বনির্ধারিত ফাইনাল পরীক্ষা নিতে পারেনি। একযোগে সব প্রশাসনিক দপ্তর অবরোধের মাধ্যমে একাডেমিক কার্যক্রমও স্থবির করার এই কৌশল নিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এর আগে একাডেমিক ভবনের সামনে অবরোধ কর্মসূচি পালন করে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ করার টানা কর্মসূচিও পালন করেন আন্দোলনকারীরা।

গতকাল সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত টানা দ্বিতীয় সপ্তাহের মতো সকাল-বিকাল অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় দুই প্রশাসনিক ভবনের সামনে অন্দোলনকারীরা জড়ো হয়। আন্দোলনকারী শিক্ষকরা ‘উপাচার্য অপসারণ মঞ্চে’ অবস্থান করতে দেখা যায়। এ ছাড়াও দুপুর একটার দিকে পুরাতন রেজিস্ট্রার ভবন থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে নতুন কলা, শহীদ মিনার, ফার্মেসি ভবন প্রদক্ষিণ করে আবার ‘উপাচার্য অপসারণ মঞ্চে’ শেষ হয়।

এদিকে টানা দুই সপ্তাহ অবরোধ চলার কারণে শিক্ষার্থীরা বেকায়দায় পড়েছে জরুরি ভর্তি, সনদ উত্তোলনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে। গতকাল অবরোধ চলাকালে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসে জরুরি কাগজপত্র নিতে এসে ফার্মেসি বিভাগের অনার্স শেষ বর্ষের এক শিক্ষার্থী বলেন, ক্যাম্পাসে দুর্নীতি নিয়ে আন্দোলন চলছে, প্রশাসন ক্ষমতা ধরে রাখতে চেষ্টা করছে।

আন্দোলনকারীরা আন্দোলন করছে। সরকার এ বিষয়ে নিশ্চুপ রয়েছে। ফলে জাবির শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। আমরা এমনিতেই পিছিয়ে আছি। তাই আমরা চাই দুর্নীতির বিষয়ে সঠিক মীমাংসা করে ক্যাম্পাসে শান্তির পরিবেশ তৈরি করতে। এদিকে আন্দোলনকারীরা উপাচার্যের অপসারণ ছাড়া আন্দোলন থেকে সরে আসবেন না বলে জানিয়েছেন।

advertisement